Released 12-4-1946

সাত নম্বর বাড়ী

মূল্য দুই আনা

প্রযোজক—এম. পি. প্রোডাক্সন্স

কাহিনী, সংলাপ ও গান : প্রণব রায়
চিত্র শিল্পী : বিভূতি লাহা
শিল্প নির্দ্দেশক : তারক বসু
শব্দ-যন্ত্রী : যতীন দত্ত
দৃশ্য সজ্জা : সুবোধ পাল
রাসায়নিক : শৈলেন ঘোষাল
ব্যবস্থাপক : নিতাই সিংহ
সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী

পরিচালনা - সুকুমার দাশগুপ্ত
সঙ্গীত - রবীন চট্টোপাধ্যায়

সহকারী

পরিচালনায় : নীতিশ রায়, বিমল শী
শব্দ-যন্ত্রে : গোবিন্ মল্লিক, তরণী সেন
সঙ্গীতে : উমাপতি শীল
চিত্রশিল্পে : নিধু দাস গুপ্ত, অনিল গুপ্ত
প্রচ্ছদপটে : গুপি সেন
রূপ সজ্জায় : রামু, বসির, মুন্সী
সাধন রায়
ব্যবস্থাপনায় : প্রফুল্ল বসু
রসায়নাগারে : গোপাল গাঙ্গুলী, শৈলেন চ্যাটার্জ্জী, নিরঞ্জন সাহা, ভোলা মুখার্জ্জী
স্থির-চিত্রী : সুধীর পাল (ফটোগ্রাফিক ষ্টোর্স)

—ঃ বিভিন্ন ভূমিকায় ঃ—

ছবি বিশ্বাস	জহর গাঙ্গুলী	মলিনা
মিহির ভট্টাচার্য্য	জীবেন বসু	সন্ধ্যা
সন্তোষ সিংহ	নির্ম্মল রুদ্র	সাবিত্রী
বুদ্ধদেব	অজিত চট্টোপাধ্যায়	প্রভা
কমল মিত্র	মাষ্টার শম্ভু	নিভাননী
শ্যাম লাহা	শৈলেন পাল	রাধারাণী

হরিধন মুখার্জ্জী, মণি শ্রীমানী।

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

ট্রেডার্স বুরো (রেডিও সাপ্লায়ার্স)
এ, বসু এণ্ড কোং (ডেকরেটর্স)

এই শহরে মধ্যবিত্ত একটি পাড়া। সেই পাড়ায় পুরাতন ধাঁচের একটি বাড়ী—সাত নম্বর। বাড়ীটিতে থাকেন এক বৃদ্ধা হেমলতা দেবী, আর পাঁচটি তরুণ ছেলে। ছেলেরা সঙ্গীতের সাধনা করে, তারা হেমলতা দেবীর সন্তান না হলেও সন্তানেরও অধিক। ছেলেদের সাধনা যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে বৃদ্ধার চেষ্টা ও যত্নের অন্ত নেই। সংসারে সমস্ত অভাব অভিযোগ ঝড়-ঝাপ্টা থেকে তিনি একা তাদের আগ্‌লে রাখেন। পাঁচটি ছেলের মধ্যে নির্ম্মলকুমার সম্বন্ধে তাঁর আশা অনেক, একদিন সে বড় হবে—শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী হিসেবে নির্ম্ম লর নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যাবে।

সাত নম্বর বাড়ীর অদূরে একটা য়্যালুমিনিয়মের কারখানা। মালিক ভূপতি চৌধুরী। শিল্প আর ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া ভূপতি আর কিছুতেই বিশ্বাস করেন না, অন্য কিছুর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। যুদ্ধের বাজারে কারখানার কাজ বেড়ে যাওয়ায় কারখানা বাড়ানো প্রয়োজন। সুতরাং ভূপতি চৌধুরী আশ-

পাশের জমি ও বাড়ী কিন্‌তে সুরু করলেন। মোটা মুনাফার লোভে প্রায় সকল বাসিন্দাই বাড়ী বেচে দিলেন, কিন্তু গোল বাধলো সাত নম্বর বাড়ী নিয়ে।

হেমলতা দেবী বাড়ী বেচতে কিছুতেই রাজী হ'ন না। ভূপতির ম্যানেজার কেশব বারবার প্রস্তাব নিয়ে যায়, বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে।

সুরু হ'ল বিরোধ।

হেমলতা দেবী বলেন এ বাড়ী আমার স্বামীর স্মৃতি-মন্দির, আমার ছেলেদের সাধনার তীর্থ, লক্ষ টাকা দিলেও আমি বাড়ী বেচবো না। ভূপতি বল্লেন, যে বাড়ীতে কতকগুলো অপদার্থ, নিষ্কর্ম্মা গাইয়ে বাজিয়ের আড্ডা সে বাড়ীর মূল্য কতটুকু। ও বাড়ী যেমন করে পারি নেবই।

বিরোধ ক্রমশঃ বেড়েই চলে।

ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে ভূপতির একমাত্র কন্যা ভারতী সাত নম্বর বাড়ীর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ে, যার ফলে নির্ম্মল ও ভারতীর পরিচয় অন্তরঙ্গতায় গিয়ে পৌঁছোয়।

দু'টি তরুণ ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখের দিকে তাকিয়ে হেমলতা দেবী শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী বেচে দিলেন। কিন্তু গান বাজনার প্রতি তীব্র অশ্রদ্ধার ফলে ভূপতি এ বিবাহে রাজী হলেন না। হেমলতা দেবীকে অপমান করে তিনি বাড়ী বিক্রীর দলিল ছিঁড়ে ফেলেন।

কিন্তু সমস্যা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াল আর একটি ঘটনায়। বেহালা হাতে সেদিন নির্ম্মল যাচ্ছিল তার আগামী সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মহলা দিতে। পথে কারখানার বস্তির লোকদের সঙ্গে বাধে ঝগড়া, ঝগড়া থেকে মারপিট। ম্যানেজার কেশব সুযোগ বুঝে নির্ম্মলকুমারকে ধরে নিয়ে যায় ভূপতির বাড়ীতে। ভূপতি তাকে নিয়ে যায় থানায়।

এই বিপদে হেমলতা দেবী যখন আকুল হয়ে পড়েছেন, তখন বম্বে থেকে এসে পড়লো অমরনাথ, এই সাত নম্বর বাড়ীর প্রথম ছাত্র, বর্ত্তমানে নাম করা গাইয়ে।

অমরনাথ সমস্ত ব্যাপার শুনে ছেলেদের নিয়ে গেল থানায় নির্ম্মলকে উদ্ধার করতে। কিন্তু রাত হ'ল, ছেলেরা আর ফেরে না। হেমলতা-দেবীর চিন্তার অন্ত নেই। এমন সময় খবর পাওয়া গেল, বাকী ছেলেদেরও পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

সেই রাত্রেই হেমলতা দেবী উপায়ন্তর না দেখে, এক মাড়োয়ারীর কাছে বাড়ী বেচে দিলেন। তাঁর আজ টাকার দরকার। যেমন করেই হোক, ছেলেদের বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু এদিকে থানার হাজতে শুধু এই দু'জন ছেলেকে নয়, ভূপতিকেও জুয়া খেলার চার্জ্জে হাজতের মধ্যে দেখা গেল। সেই রাত্রে, রাত্রি যখন গভীর, তখন হাজতের মধ্যে অমর-নাথের কণ্ঠে একটি গান শুনে ভূপতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। গান শেষে দেখা গেল, কারখানাবাদী ভূপতির চোখে জল। ভূপতি আজ স্বীকার করলেন "এমন করে গান শোনবার সুযোগ আর কখনো আমার হয় নি। একটা গান যে মানুষকে কতখানি বদলে দিতে পারে, আমার জীবনে তা আজ বুঝলাম। বুঝলাম যে, জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজন, সঙ্গীতের মূল্য, কোনো কিছুর চেয়ে কম নয়। হেমলতা দেবীর কাছে এ আমার সুখের পরাজয়।"

তারপর এই কাহিনীর পরিণতি বিরোধের অবসানে মধুর মৈত্রীতে।

—ঃ গান ঃ—

এ গান আমার যেন প্রদীপ ধ'রে
সুন্দরেরই নিতি আরতি করে,
সে যে আলোর শিখা, সে যে জয়ের টীকা,
মানে না আঁধারের পাষাণ কারা ॥

এ গান আমার ফুটে ওঠে যেন ফাগুনের বনফুল,
চপল পাখায় ভাসিয়া বেড়ায় যেন বন-বুলবুল,
আমার এ গান আঁধারের বুকে প্রথম উদয় তারা
এ গান আমার চঞ্চল ঝর্ণাধারা !

এ গান আমার কভু হার মানে না
দুখের রাতে চোখে জল আনে না,
কভু হার মানে না,
এ যে অপরাজিতা, এ যে অনিন্দিতা,
জয় করে বেদনার মরু সাহারা ॥
এ গান আমার চঞ্চল ঝর্ণাধারা !

(৩)

(রাঙ্গেন)

কথা নয় আজি রাতে,
আমারে গাহিতে দাও এ মধুর জ্যোছনাতে ॥

(১)

(অমরনাথ)

ফেলে-আসা দিনগুলি মোর মনে পড়ে গো।
(কারা) এসেছিল জীবনের পথ পরে গো,
মনে পড়ে গো ॥
আমার আকাশে যারা এনেছিল মধুরাতি,
কিশোর বেলায় ছিল অশ্রু-হাসির সাথী,
সেই গান, অভিমান খেলা-ঘরে গো,
মনে পড়ে গো।
দূরে চ'লে যাওয়া হায় সেত' নহে ভুলে-যাওয়া,
মনোবনে আজো বহে স্মৃতির দখিন হাওয়া,
(আজো) ভালোবাসা জেগে আছে মোর তরে গো,
মনে পড়ে গো ॥

(২)

(প্রদীপ)

এ গান আমার চঞ্চল ঝর্ণাধারা !
উপল পথে প্রাণের স্রোতে
বয়ে যায় বাঁধন হারা।

(তোমার) মনের কেকা নীরব হ'য়ে রইবে কেমন করে?
আমি তোমার গানের বনে নইক' বাসন্তিকা,
ঝড়ের মেঘের বুকে আমি বিদ্যুতেরি শিখা।
(মোর) সেই সে আগুন বারে-বারে
লাগুক তোমার মনের তারে,
(আজ) অগ্নিরাগের মালা দিয়ে বরণ করো মোরে॥

(৫)

(অমরনাথ)

তোমারে ভুলিয়া আপনারে ছিনু ভুলে।
তুমি এসে হায় জাগালে আমায়
স্মৃতির দুয়ার খুলে।
(শুধ) আলেয়ার পিছে পিছে
(আমি) ঘুরিয়া মরেছি মিছে
সহসা কখন ভাঙ্গিল স্বপন, হৃদয় উঠিল দুলে॥
এ জীবনে হায় যত সঞ্চয় কিবা আছে তার দাম,
ওগো নিরুপমা, এ জীবনে যদি
তোমারে নাহি পেলাম।
(মোর) কাঙ্গাল হৃদয় জাগি
(কাঁদে) তোমারি পরশ লাগি
ধ্রুবতারা হ'য়ে নিয়ে যাও মোরে নব-প্রভাতের কূলে॥

(মোর) সকল মাধুরী দিয়া
রচেছি এ গান প্রিয়া,
তুমি শুধু এই অলস প্রহরে
শোনো বসে নিরালাতে॥
আমারে গাহিতে দাও এ মধুর জ্যোছনাতে।
(আজ) আমার গানের পাখী
রাতের আকাশে খুঁজিয়া বেড়ায়
তব নাম ধ'রে ডাকি।
এ গান মালার প্রায়
জড়াক্ তব হিয়ায়,
কিছু আশা আর কিছু ভালোবাসা
রহিল গো এরি সাথে॥
আমারে গাহিতে দাও এ মধুর জ্যোছনাতে।

(৪)

(ভারতী)

তোমার ভুবন নতুন গানে উঠুক ভ'রে।
নতুন সুরের শ্রাবণ ধারা পড়ুক ঝ'রে॥
(আজ) তোমার প্রাণের কূলে কূলে
উঠুক্ নবীন বন্যা দুলে,

পরিবেশক :—ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা এম, পি, প্রোডাকসন্সের পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বিজয়লক্ষ্মী প্রেস, ৩৫, বড়তলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিশ্বনাথ বুবনা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।